চেয়ারম্যান এর বাণী

০১॥ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাবিজয়ের মহানায়ক স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবেনা"(সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ১১ জুলাই, ১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২॥ বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ডিসেম্বর'২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ, মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯ কি.মি., মোট নির্মিত উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৩০৩ টি, যার মোট ক্ষমতা প্রায় ১৭,৫৫৫ এমভিএ, সিস্টেম লস ৭.০৮% (প্রভিশনাল), ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের নভেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩২১৯.৫২ কোটি টাকা এবং পবিসসমূহের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল গত ০৬/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৯,৮০১ মেগাওয়াট। জাতীয় চাহিদার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বিদ্যুৎ বাপবিবো এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

০৩॥ "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪॥ আমি অবহিত হয়েছি যে, ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ১৮/০২/১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর'২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩,৪২৯ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৬,২৮,৪৩৩ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য বাপবিবো/পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫॥ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারাদেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে ভিশন-২০৪১ ঘোষণা দিয়েছেন। যেখানে থাকবে শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি, পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি এবং স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এসকল মাইলস্টোন বাস্তবায়নে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্মত বিদ্যুৎ এবং উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক স্মার্ট নাগরিক হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড